মেয়ে তুমি প্রতিবাদ করো

ইসমাত মৌসুমী

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসে নারী সমাজের মানববন্ধন

নারী কি মানুষ? পূর্ণ মানুষ? নাকি কেবলই পুরুষ শাসিত এ জগতের পুরুষের জন্য প্রয়োজনীয়, স্রেফ অন্যান্য সামগ্রীর মতোই একটি বস্তু? না হলে সমাজ-সংসারে নারীর প্রতি সহিংসতা, হিংস্র কর্মকাণ্ড ও প্রতিশোধপরায়ণতা এভাবে বাড়ছে কেন? ২৬ নভেম্বর ছিল আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। কিন্তু নির্যাতিত নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই জানা নেই কেউ তাদের জন্য, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য এবং তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য কিছু বলছে। জীবনযাপন এবং জীবনবোধ যত জটিল হচ্ছে, নারীর প্রতি সহিংসতা ততই বাড়ছে। সহিংসতার প্রকৃতিও হয়ে উঠছে ভয়াবহ।

প্রেক্ষাপট যখন বাংলাদেশ

কেমন আছেন স্বদেশী নারীরা? ভালো নেই। নিজের ঘরই এই নারীদের বড় বিপদের স্থান। বাংলাদেশে নারীর সাম্প্রতিক অবস্থান, মূল্যায়ন, শিক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নারীর প্রতি সহিংস আচরণ নিয়ে বেশ ক'টি জরিপ চালানো হয়েছে, যাতে দেখা গেছে নিজ গৃহে সহিংসতার শিকার হন এ দেশের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক নারী। জরিপগুলো বলছে ৪৭ শতাংশ নারী তাদের স্বামী অথবা স্বজনের হাতে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন এবং বিপুলসংখ্যক নারী মানসিকভাবে ও মৌখিক-পারিপার্শ্বিক সহিংস মনোভাবের শিকার হচ্ছেন। এই জরিপগুলোর মধ্যে রয়েছে আইসিডিডিআরবির একটি জরিপ। বাংলাদেশজুড়ে নগর ও পল্লী এলাকার ৩ হাজার ১৩০ জন নারী, যাদের বয়স ছিল ১৫ বছর থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে, তাদের ওপর পরিচালিত এই জরিপ থেকে জানা যায়, ৬০ শতাংশ নারী তাদের জীবনে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ও হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নির্যাতনকারী তাদের স্বামী। নির্যাতিত নারীদের দুই-তৃতীয়াংশ এ ব্যাপারে কখনোই মুখ খোলেননি এবং শারীরিকভাবে এই নির্যাতন সীমা ছাড়লেও এটি নিয়ে তারা কোনো সেবা সংস্থা বা হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে সাহায্য চাননি। অত্যন্ত নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রেখেই এই জরিপ চালানো হয়। কারণ নির্যাতিত নারীরা তাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এতটাই শঙ্কিত থাকেন যে, প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চয়তার ভয় তাদের তাড়া করে ফেরে। কেন স্বামী অথবা স্বজনেরা তাদের ঘরের নারীদের ওপর এতটা অসন্তুষ্ট, কেন এতটা সহিংস আচরণ তারা করছেন এবং আসলেই তারা এই নারীদের কাছ থেকে কী চাইছেন, যা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন, তার কারণ এখনো অস্পষ্ট। নারী নির্যাতন আইন এবং নির্যাতনবিরোধী ব্যাপক প্রচার-প্রচারণাও কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা কমাতে ব্যর্থ হচ্ছে। অবশ্য এখন বলা যায়, এই প্রেক্ষাপট শুধু আমাদের দেশের নয়, বরং ভারত, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার এবং আরো বহুদূরে, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত এই সহিংসতার হাত।

ঘটনা-১

মিরপুর ২ নম্বরে থানার সামেন সিঁড়ির এক পাশে বসে অপেক্ষা করছেন দুই নারী। নিম্নবিত্তের জৌলুসহীন বিবর্ণ চেহারা। একজনের মুখে কালশিটে দাগ। চোখের এক পাশের রক্ত জমে কালচে নীল হয়ে আছে। তার স্বামী রিকশাচালক। প্রতি রাতে বাসায় ফিরেই একচোট মারপিট করে স্ত্রীকে। কারণ সেই সময় তার হুঁশ খুব কাজ করে না। প্রায়ই মাতাল অবস্থায় থাকে। সপ্তাহের সব দিনই সে রিকশা চালায় না অথবা অন্য কোনো কাজেও যেতে চায় না। অভাব-অনটন নিত্যসঙ্গী। এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় তা ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছে। বাসাবাড়িতে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করলেও সংসারের চাকা ঘোরে না সেভাবে। এই নারী এখন একটা বিহিত চায় নিত্য টানাপড়েনের হাত থেকে। তারা একজন মানবাধিকার কর্মীর জন্য অপেক্ষা করছিল যিনি তাদের এ ব্যাপারে আইনি সাহায্য দেবেন। তিনি রওনা হয়েছেন জানার পর দুই হতভাগ্য অপেক্ষা করছেন তার জন্য। এ দৃশ্যটি ছিল গত ২৮ নভেম্বরের। মধ্যপীরেরবাগ বস্তিতে তাদের বসবাস।

ঘটনা-২

গার্মেন্টস কর্মী ২০-২২ বছরের এক নারী উৎকণ্ঠিত মুখে হন হন করে হেঁটে যাওয়ার সময় এক তরিতরকারি বিক্রেতার ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারাই বলে দিচ্ছিল কোনো সমস্যা আছে এই নারীর। নইলে রাস্তা দিয়ে এভাবে ছোটার কথা নয়। দ্রুত হলেও এক স্বাভাবিক ছন্দেই হাঁটে এই নারী কর্মীরা। কী হয়েছে এই নারীর! তার দুই বছরের সন্তান খুবই অসুস্থ। সকাল থেকে প্রচণ্ড জ্বরে প্রায় বেহুশ হয়ে পড়ে আছে মায়ের কোলে। বাচ্চা হওয়ার পর স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সেও আরেকটা গার্মেন্টসের অপারেটর। সেখানকার এক নারী কর্মীর সঙ্গে তার এখন সম্পর্ক। স্ত্রীর দাবি নিয়ে দু-একবার দেন-দরবারের চেষ্টা করেছে নবজাতকের মা। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। মাঝখান থেকে শরীরে প্রহারের কতগুলো স্থায়ী চিহ্ন নিয়ে সরে আসতে হয়েছে তাকে।

ঘটনা-৩

রুম্মানকে গতকাল রাতে একটা চড় মেরেছে আশিক। সাত বছরের দাম্পত্য জীবনে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম। রুম্মানার খুব কষ্ট লাগছে এরপর থেকেই। বন্ধু-বান্ধবীদের ফোন করে এ খবর জানাতেই একটা অবাক করা তথ্য পেয়ে গেল মেয়েটি। বান্ধবীরা সবাই বলল এ রকম চড়-থাপ্পড় খাওয়ার অভিজ্ঞতা ওদের সবারই আছে, রুমানা যেন কিছু মনে না করে, এ রকম টুকটাক গণ্ডগোল দুটো হাঁড়ি পাশাপাশি থাকলেও লাগে।

বন্ধুরা বলল, এ রকম দু-একটা চড়-থাপ্পড় তারা তাদের বউদেরও মেরেছে, তবে এটা ভুল কাজ এবং এ জন্য বউয়েরা তাদের ক্ষমার চোখেও দেখেছে, রুম্মানাও যেন আশিককে ক্ষমা করে দেয়, এটা নিয়ে যেন আর মন খারাপ করে না থাকে।

এরপর রুম্মানা একটা কাজ করল। বান্ধবী ও পরিচিত মহলের ১২ জন নারীকে জিজ্ঞেস করল ফোনে, তারা কখনো তাদের স্বামীকে চড় বা পাল্টা চড় মেরেছে কি না? উত্তর পাওয়া গেল এ রকম কখনো ঘটেনি। নারীরা কেউ তাদের স্বামীদের গায়ে হাত তুলতে যাননি। কেন! শরীরে শক্তি কম বলে? নাহ্! আসলে এভাবে তারা কখনো ভাবেনি। তাহলে নারী কি কেবল পুরুষের হাত থেকে মার খাওয়ার কথাই ভাবে?

সামরিক বাহিনীর নিয়মশৃঙ্খলা, বিচার-বিবেচনাবোধ, নীতি-নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেয়ার মতো বিষয়গুলো সাধারণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। উর্দিধারী সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্যদের দেখলে একটা সহজ শ্রদ্ধাবোধ জায়গা দখল করে নেয় মনে। যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সাধারণভাবে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি উপলব্ধিতে যোগ করে এক ভিন্ন মাত্রা। এবার চলুন দেখা যাক শিল্পোন্নত দেশগুলোতে সামরিক বাহিনীর ডিসিপ্লিনের আড়ালে চলছে কী ভয়াবহ ইনডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন। অনাকাঙ্ক্ষিত ও চরম নেতিবাচক এসব ঘটনা ঘটছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর অন্যতম খোদ আমেরিকাতেই চলতি বছর আগস্ট মাসে সংবাদ সংস্থা এপি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। ছয় মাস ধরে পরিচালিত এক তদন্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে এপি পেয়ে যায়

এই রিপোর্টের উপাখ্যান।
মার্কিন সেনাবাহিনীতে গত বছর ভর্তি হতে আগ্রহী এ রকম শতাধিক তরুণী ভর্তি কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ভর্তি কেন্দ্রের কক্ষগুলোতে অনেক তরুণীকে ধর্ষণ করা হয়। সরকারি গাড়িতে আনা-নেয়ার পথে চলে যৌন হয়রানি। এমনকি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যাওয়ার পথেও তারা এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। এপির এই রিপোর্টে বলা হয়, গত এক বছরে ভর্তিচ্ছুদের সঙ্গে অশোভন আচরণের জন্য ৮০ জনেরও বেশি সামরিক কর্মকর্তার শাস্তি হয়েছে। সারাদেশের সবগুলো শাখাতেই এ ধরনের ঘটনা ঘটার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভর্তি কেন্দ্রে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এমন ১৮ বছরের এক তরুণী ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, এটা কখনোই ঘটা উচিত নয় এবং এটা মেনে নেয়ার মতোও বিষয় নয়, কিন্তু তাদের হাতেই ভর্তির সব ক্ষমতা। তিনি বলেন, উর্দি পরা এসব লোকের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ। ফলে এদের আমাদের বিশ্বাস করতেই হয়।
২০০৫ সালে ভর্তি কেন্দ্রগুলোতে ভর্তিচ্ছুদের সঙ্গে অশোভন আচরণ এবং যৌন নির্যাতনের দায়ে অন্তত সেনাবাহিনীর ৩৫ জন, মেরিন কোরের ১৮ জন, নেভির ১৮, বিমানবাহিনীর ১২ জন রিক্রুটারকে শাস্তি দেয়া হয়। তবে এটা কেবল প্রকাশিত সংখ্যা। এর বাইরেও এ রকম অগণিত ঘটনার কথা রয়ে গেছে। এ ছাড়া এপি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেনি, কিন্তু শিল্পোন্নত অনেক দেশেরই সামরিক বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ নিয়ে রয়েছে অনৈতিক এবং চরম নেতিবাচক কর্মকাণ্ড, যার প্রভাব নিঃসন্দেহে সুদূরপ্রসারী। সোভিয়েত ইউনিয়ন একসময় ছিল একটি প্রভাবশালী বলয়ের নাম, কিন্তু সেই সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী-পুরুষের সমান অধিকার আর সমান মর্যাদার কথা বলা হলেও শারীরিক-মানসিকভাবে নারীর কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে চরম মূল্য। যার খেসারত এখনো সাবেক সোভিয়েত বলয়ভুক্ত দেশগুলোর নারীদের দিতে হচ্ছে প্রজন্ম ধরে।

ধর্ষণ যখন অস্ত্র

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সশস্ত্র সংঘর্ষগুলোর ওপর তদন্ত চালিয়ে দেখেছে, ধর্ষণ এ ক্ষেত্রে যুদ্ধরত সামরিক বাহিনীর কাছে একটি অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কঙ্গোয় দীর্ঘদিনের যুদ্ধে হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই শিকার হয়েছেন গণধর্ষণের। এরা কোনো চিকিৎসা সুবিধা বা আইনি সহায়তা পাননি কখনোই। ইরাকের যুদ্ধ সে দেশের নারীদের অবস্থান এবং মানমর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধে ধর্ষিত বহুসংখ্যক নারী গর্ভবর্তী হয়ে পড়ছেন কিন্তু কোনো চিকিৎসা সুবিধা এদের দেয়া হচ্ছে না। ইরাকি নারীদের অপহরণ করে নিয়ে গণধর্ষণ শেষে পতিতালয়গুলোতে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। নারীবাদী এনজিওগুলো ইতোমধ্যে ইরাকি নারীদের দুর্দশার ব্যাপারে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। বিশ্বের যেখানেই যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান, সেখানে নারী হারাচ্ছে তার সম্ভ্রম। প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে শত্রুপক্ষ কেড়ে নিচ্ছে নারীর ইজ্জত। এই ব্যাপকভিত্তিক বিইজ্জতির কারণে নারীই যদি তার সম্ভ্রমবোধ হারিয়ে ফেলেন, তাহলে সেই জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের কিছু বাকি থাকে কি? সাদা-কালো নয়, নারী মাত্রই শিকার হচ্ছেন সহিংস আচরণের।

বিশেষজ্ঞ মতামত

নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ নিয়ে আমরা কথা বলি নারী সাংবাদিক ও নারী নেত্রীর সঙ্গে।
রাশিদা আমিন
নিউজ এডিটর, বাসস
নারীর আগের অবস্থান আর এখনকার অবস্থানের মধ্যে অনেক পার্থক্য এসেছে, আগে অবলা-অসহায়রা নির্যাতন মুখবুজে সহ্য করত, এখন প্রতিবাদ করছে যা পুরুষের পছন্দ নয়। পুরুষরা নারীকে শাসন করে এসেছে, কাজেই এত সহজে শাসিত হতে চাইবে কেন তারা? নারী এখন দায় নয়, বরং সম্পদে পরিণত

হচ্ছে এবং এ বিষয়টিই একটি ব্যাপক সমষ্টিগত পরিবর্তন বয়ে আনছে। তবে আমার মতে, এটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থান, আমি আশাবাদী আর সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন একটি নারী-পুরুষের সহমর্মিতার সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে ।

ফরিদা আখতার
নির্বাহী পরিচালক, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা

নারী নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার কারণ শুধু পারিবারিক প্রেক্ষপট নয়, বরং সামগ্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ কৃষি ব্যবস্থা, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সবটাই এ জন্য দায়ী। যে পরিবর্তন মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে, যেমন আগে মেয়েরা বীজ রেখে ফসল উৎপাদনের কাজ এগিয়ে নিতে পারত, সেটা এখন কোম্পানিগুলো কেড়ে নিচ্ছে নারীর হাত থেকে। ফলে নারী আবার পরনির্ভরশীলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। উৎপাদনের সঙ্গে নারীকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট করতে হবে, তাহলে কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়ন এবং নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। আমি মনে করি, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা নারী নির্যাতনকে উসকানি দিচ্ছে, কারণ এতে হঠাৎ টাকা পাওয়ার লোভ বেড়ে যাচ্ছে, যা সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সহায়ক নয়।

শেষ কথা

ভারতের বিশিষ্ট নারী চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ার তার কামসূত্র ছবিতে দেখিয়েছিলেন, হিন্দু বিধবারা কিভাবে এক্সপ্লয়টেশনের শিকার হচ্ছেন, কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন সামাজিকভাবে জীবনের প্রতি পদে। এই বিধবারা এখনো সমাজ ব্যবস্থার চোখে সামগ্রিকভাবে 'অপয়া' হিসেবে বিবেচিত, যা নিঃসন্দেহে অমানবিক এবং অবমাননাকর। মীরা অবশ্য পুরুষ সমালোচকদের তীব্র বাক্যবাণের মুখে পড়েছিলেন তার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। অপর্ণা সেনের সতী চলচ্চিত্রে এবং সূর্যদীঘল বাড়ী ছবির জয়গুণের চরিত্রে আমরা দেখি নিপীড়িত নারী অবয়ব।

গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে নারী শ্রমিকদের ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ অর্থনীতির চাকা জোরশোরে ঘুরিয়ে দিলেও নারী শ্রমিকদের বিড়ম্বিত ভাগ্যের পরিবর্তন কতটা হয়েছে? বরং সামাজিকভাবে হেয় করার সব কলকাঠিই এই পরিবারগুলোর পেছনে নাড়ানো হয়। পরিবারে অথবা সামাজিক জীবনে কর্মক্ষেত্রে নারী এখনো পুরুষের তুলনায় অনেক অনগ্রসর। এজন্য দায়ী পুরুষ শাসিত এবং পুরুষের আধিপত্যের অধীন সমাজব্যবস্থা। শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এই পিছিয়ে পড়া নারীকে সামনে নিয়ে যেতে হলে, পারিবারিক ক্ষেত্রটিকে মজবুত করতে হবে। স্বেচ্ছাচারিতা আর স্বাধীনতার মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। না হলে নারী যেভাবে সময় আর স্রোতের মতো এগিয়ে যাবে সামনের দিকে, তা কাঙ্ক্ষিত সহমর্মী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সহায়ক নাও হতে পারে।